তারিখ ... 15 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত দিন

এ বছর পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে কিনা সেটা নিয়ে এখনও কোন স্পষ্ট বক্তব্য জানায়নি সরকার। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পঞ্চম শ্রেণী থেকে বাড়িয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী বছর থেকে এটি কার্যকর করার কথা রয়েছে। সেই হিসেবে আগামী বছর পঞ্চম শ্রেণীর কোন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় বসতে হবে না। তবে চলতি বছরের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কী করবে সেটা নিয়ে অভিভাবকদের মধ্যে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তারা জানতে চান, অষ্টম শ্রেণীতে যাদের আবার প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দিতে হবে তারা কেন এ বছর সেই একই পরীক্ষা দেবে। আর এবার যদি তাদের পরীক্ষা দিতে না-ই হয় তবে প্রাথমিক সমাপনী প্রস্তুতির নামে কেন বাড়তি ক্লাস-কোচিং-পরীক্ষা ইত্যাদি চলবে। অভিভাবকরাই কেন বাড়তি অর্থ আর সময়ের অপচয় করবেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এর কোন সদুত্তর দিতে পারছে না। তারা তাকিয়ে রয়েছে মন্ত্রিসভার মিটিংয়ের দিকে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত জানতে হয় তো আরও মাস দুয়েক সময় লাগবে। উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা সময়ক্ষেপণে রাজি নন। তারা দ্রুত সিদ্ধান্ত চান, পঞ্চম শ্রেণীতে এ বছরই প্রাথমিক সমাপনী বাতিল করার ঘোষণা শুনতে চান। এ নিয়ে তারা আন্দোলনও করছেন।

অভিভাবকদের উদ্বেগটা আমরা বুঝতে পারি। তবে মন্ত্রণালয় বুঝতে পারছে কিনা, সেটাই প্রশ্ন। তাদের শিশু সন্তানদের ওপর অর্থহীন পরীক্ষার চাপ তাদের স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন করেছে। বছর বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয় একেকটি সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর। এসব সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে মন্ত্রণালয় ভেবেও দেখে না যে শিক্ষার্থীদের ওপর এর কী প্রভাব পড়বে। মন্ত্রণালয়ের অপরিকল্পিত একটি সিদ্ধান্তের কারণে যে, এ বছরের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা দুশ্চিন্তায় ভুগছে তা নয়। ইতিপূর্বে পঞ্চম শ্রেণীতে যেসব শিক্ষার্থী প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা দিয়েছে, এখনও অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হয়নি সেসব শিক্ষার্থী আরও একবার প্রাথমিক সমাপণী পরীক্ষার সম্মুখীন হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে যে অন্তহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে তাতে শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা হয়রানিতেই পড়ছে শুধু। শিক্ষার কোন উন্নতি আর হচ্ছে না। ২০০৯ সালে যে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলো তাতে কার কী লাভ হয়েছে সেই হিসাব করা জরুরি। এ পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কোন উপকার হয়েছে বলে তো প্রমাণ মেলে না। এক শ্রেণীর কোচিং ও গাইড ব্যবসায়ীই শুধু লাভবান হয়েছে। এখন যদি পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক সমাপনী না-ই থাকে তবে গত ৭ বছর যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থী অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটি কাগুজে সার্টিফিকেট অর্জন করেছে তার কী হবে! তাদের এ শ্রম পণ্ড করার দায় কার। অভিভাবকদের ঘাম-শ্রমের পয়সা নষ্ট করার কথা না হয় বাদই দিলাম। অহেতুক পরীক্ষার নামে কোটি কোটি বাচ্চার যে সোনালি শৈশবের গুরুত্বপূর্ণ সময় ধ্বংস করা হলো সেই দায় কার?

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তেলেসমাতি কাণ্ডকারখানা বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাসংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে তারপর গ্রহণ করতে হবে। এসব সিদ্ধান্তের পূর্বাপর গভীরভাবে পর্যালোচনা করা জরুরি। পঞ্চম শ্রেণীতে এ বছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগের অবসান ঘটাতে হবে। আমরা মনে করি, সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের পর এ বছর পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নেয়া অর্থহীন।